রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৫ সনের ১৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৬, ২০১৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২২৫—২৪০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৩৫—৪৭৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫২৭—৫৫৮
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৫
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ মাঘ ১৪২১/১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০০৫.১১-১৬০—যেহেতু জনাব মোঃ কামরুল আলম (৫৭৮৭), উপপরিচালক (উপসচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা ও প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুনামগঞ্জ এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৬১/১০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় সুনামগঞ্জ সদর থানার চার্জশীট নম্বর ১৩৪, তারিখ: ১৩-০৮-২০১৪ খ্রি. বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে;

সেহেতু রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের ০৯-০২-১৯৮৯ খ্রি. তারিখের রাস/জানি(দুদ)ঢা-১(৩১)/ঢাকা/৮৮-১৪৩(৪৫) নম্বর সার্কুলার এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯-০১-২০১২ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০. ৫২১.০৪.০০৩.১২-২২ নম্বর পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ চৈত্র ১৪২১/১৬ মার্চ ২০১৫

নং ২৭.০৭২.০১৪.১০.০০.০০২.২০১৪-১০২—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে, "কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এলাকার সামাজিক উন্নয়ন তহবিল গঠন ও পরিচালন নীতিমালা, ২০১৫" নীতিমালাটি সরকার অনুমোদন করেছেন।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হইল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ার হোসেন
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)।

কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এলাকার সামাজিক উন্নয়ন তহবিল গঠন ও পরিচালন নীতিমালা, ২০১৫

যেহেতু পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প্ল্যান, ২০১০ অনুযায়ী ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের নিমিত্ত যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রয়োজন হবে, তার পঞ্চাশ শতাংশের অধিকের জন্য প্রাথমিক জ্বালানী হবে কয়লা; এবং

যেহেতু ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ৪০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রয়োজন এবং তার মধ্যে প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিজস্ব ও আমদানিকৃত কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজন হবে; এবং

যেহেতু কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে গ্যাস/তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ ভূমির প্রয়োজন হয়; এবং

যেহেতু জনবহুল দেশ হিসাবে বাংলাদেশে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে প্রকল্প এলাকায় অধিক সংখ্যক জনগণের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বিধায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের পরিবেশবান্ধব দক্ষ পরিচালনার পাশাপাশি প্রকল্প এলাকার নিকটবর্তী জনগণের সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিশ্চিত করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থা কর্তৃক "সামাজিক দায়িত্ব" হিসাবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার উন্নয়নের জন্য 'সামাজিক উন্নয়ন তহবিল' গঠনের এবং উক্তরূপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ এর মূল্যের সাথে ০.০৩ টাকা (তিন পয়সা) যোগ করে ট্যারিফ নির্ধারণে নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে;

যেহেতু কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক উন্নয়ন তহবিল গঠন ও উহা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো, যথা:—

১। **নাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**—(১) এই নীতি কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এলাকার সামাজিক উন্নয়ন তহবিল গঠন ও পরিচালন নীতিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হবে।

(২) এই নীতি কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের ১০ কি.মি. ব্যাসার্ধের এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে।

(৩) এই নীতি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞা**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়—

(ক) "বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থা" অর্থ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী, ক্ষেত্রমতে, সংশ্লিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(খ) "তহবিল" অর্থ অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী গঠিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকার সামাজিক উন্নয়ন তহবিল;

(গ) "প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা" অর্থ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হোক;

(ঘ) "বিদ্যুৎ কেন্দ্র" অর্থ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র;

(ঙ) "সরকার" অর্থ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(চ) "বিদ্যুৎ ক্রেতা" অর্থ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয়কারী কোন ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যে নামেই অভিহিত হোক।

৩। **সামাজিক উন্নয়ন তহবিল গঠন**—(১) এই নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থা কর্তৃক "সামাজিক দায়িত্ব" হিসাবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার উন্নয়নের জন্য 'সামাজিক উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হবে।

(২) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে (Power Purchase Agreement) উল্লিখিত ট্যারিফ এর সাথে অতিরিক্ত ইউনিট প্রতি ০.০৩ (তিন পয়সা) টাকা যোগ করে ট্যারিফ নির্ধারিত হবে, যা বিদ্যুৎ ক্রেতা কর্তৃক প্রদেয় হবে।

(৩) বিদ্যুৎ ক্রেতা কর্তৃক প্রদেয় উক্ত অতিরিক্ত ইউনিট প্রতি ০.০৩ (তিন পয়সা) টাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট এলাকার 'সামাজিক উন্নয়ন তহবিল' এ জমা হবে।

(৪) তহবিলের জন্য সংগৃহীত সমুদয় অর্থ সরাসরি উক্ত তহবিলের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর/জমা করতে হবে এবং জমাকৃত অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশেও এই তহবিলের অংশ হবে।

৪। **তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ**—(১) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্প এলাকায় জনগণের জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত প্রকল্প চিহ্নিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কেবল এই তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ/ব্যয় করা যাবে।

(২) সামাজিক উন্নয়ন তহবিলের অর্থ নিম্নবর্ণিত প্রকল্পে বিনিয়োগ/ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে, যথা:—

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর উন্নয়ন, নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা বৃত্তি প্রদান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রসার;

(খ) তথ্য-প্রযুক্তি/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং এই সংক্রান্ত সেবা প্রদান (যেখানে কৃষি, প্রাণিসম্পদ, প্রাথমিক চিকিৎসা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি তথ্যাবলী স্থানীয় জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে);

(গ) সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের নূতন কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (যেমন: উপকূলীয় এলাকায় আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন অথবা মৎস্য আহরণ সহ গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য খামার স্থাপনে প্রশিক্ষণ);

(ঘ) গণস্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা, স্বাস্থ্য বীমা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধি মূলক প্রকল্প;

(ঙ) রাস্তা এবং বাঁধ (উপকূলীয় এলাকায়) নির্মাণ ও মেরামত;

(চ) বৃক্ষ রোপন ও বনায়ন প্রকল্প;

(ছ) সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পর্যটন ও স্থানীয় কুটির শিল্পের প্রসার, পশু পালন সহ অন্যান্য আয় বর্ধক প্রকল্প;

(জ) বিদ্যুৎ, সেচ, পানীয় জল, পয়ঃ নিষ্কাশন ইত্যাদি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত টাউনশিপ স্থাপন;

(ঝ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাকে প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে পরিচালনকারী সংস্থার বোর্ডের অনুমোদনক্রমে আর্থিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান;

(ঞ) প্রকল্প এলাকার চাহিদার প্রেক্ষিতে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার বোর্ডের অনুমোদনক্রমে অন্যান্য প্রকল্প;

(৩) প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের (যাদের জীবিকার উপায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে) বিকল্প জীবিকার উপায় উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রকল্প এবং উক্ত এলাকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে এবং গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫। **সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাজেট।**—(১) প্রতি অর্থ বছরের প্রারম্ভে বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার জন্য উক্ত অর্থ বছরের ভৌত ও আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং উক্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে সামাজিক উন্নয়ন তহবিল এর অর্থ ব্যয়িত হবে, তবে অন্য কোন খাত বা উদ্দেশ্যে এই তহবিল এর অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

(২) খাতওয়ারী আয়-ব্যয়ের খতিয়ান সহ অর্জিত অগ্রগতির প্রতিবেদন বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার বার্ষিক রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং উক্ত প্রতিবেদন এর অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৬। **তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ইত্যাদি।**—(১) সামাজিক উন্নয়ন তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রত্যেক প্রকল্প এলাকায় "সামাজিক উন্নয়ন তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি" নামে একটি কমিটি থাকবে, যথা :—

(ক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি এর চেয়ারপার্সনও হবেন;

(খ) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার বোর্ড কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি/গণ্যমান্য ব্যক্তি;

(ঘ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার বোর্ড কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার বোর্ড কর্তৃক মনোনীত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, যিনি এর সদস্য সচিবও হবেন।

(২) "সামাজিক উন্নয়ন তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি" এর সভা আহবান ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে, তবে প্রতি দুই মাসে কমিটির কমপক্ষে একটি সভা আহবান করতে হবে।

(৩) বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন কমিটি গঠন করবে এবং প্রকল্প প্রণয়ন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মরত প্রথম শ্রেণির একজন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৪) প্রকল্প প্রণয়ন কমিটিতে প্রকল্প এলাকার স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

(৫) প্রকল্প প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার বিশিষ্ট জনগণ, স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা (NGO), স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার সহায়তা এবং পরামর্শ গ্রহণ করবে।

(৬) প্রকল্প প্রণয়ন কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার বোর্ড, তহবিল এবং আর্থিক সক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রকল্প এলাকার জন্য এই নীতির অনুচ্ছেদ ৪ এর আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুমোদন করবে এবং দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৭) তহবিলের অর্থ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

(৮) বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার বোর্ড কর্তৃক মনোনীত উক্ত সংস্থার একজন কর্মকর্তা এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

(৯) তহবিলের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসারে সংরক্ষণ করতে হবে।

(১০) সামাজিক উন্নয়ন তহবিল এর আয়-ব্যয় হিসাব বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষিত হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সংস্থার সার্বিক আর্থিক কর্মকান্ডের উপর চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্ট "সামাজিক উন্নয়ন তহবিল" সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি সহ ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট পৃথকভাবে সন্নিবেশিত থাকবে।

৭। **প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি, ইত্যাদি।**—সামাজিক উন্নয়ন তহবিলের অধীনে গৃহীত প্রকল্প নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করতে হবে, যথা :—

(ক) কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

(খ) প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Project Management Unit) স্থাপন করা হবে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ছাড়াও প্রকল্প ভিত্তিক খণ্ডকালীন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা যাবে। খণ্ডকালীন বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যয়ভার "সামাজিক উন্নয়ন তহবিল" হতে নির্বাহ করা যাবে এবং এটি পরিচালন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনে এনজিও ব্যুরো ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত স্থানীয় এনজিও ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ শাখা-০২

এল এ কেস নং ১৯/৭২-৭৩

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৭১.১৪-৩৬৬—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১০ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০১-৭৪ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা জাহাপুর, জে এল নং ৯৮, উপজেলা আলমডাঙ্গা, জেলা চুয়াডাঙ্গা।

সিএস খং নং	সি,এস দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১	২	৩
১৬৪০	১০২১০ (আং)	০.০৫
২০১২	১০১৪১ ,,	০.০৪
১২৭৭/৭	১০১৪২ ,,	০.০৪
৪০০	১০১৪৩ ,,	০.০৩
৭০৫	১০১৪৪ ,,	০.০৪
১০৭৭	১০১৪৮ ,,	০.০৩
৩৯৯	১০১৫২ ,,	০.০১
৮৯৯	১০১৪৯ ,,	০.০৫
১২০৯	১০১১১ ,,	০.০৫
৯১৫	১০১০৯ ,,	০.০৫
৩৭৩/২	১০১১০ ,,	০.০১
৬৯৮	১০১০৮ ,,	০.০২
১৩৪৬	১০১০৫ ,,	০.০৩
১৯০৮	১০১০৩ ,,	০.০৮
১৩৫৪/৩	৭১৫১ ,,	০.০৩
৬৫৯	৭১৫০ ,,	০.০৩
১৩৫৪/৩	৭১৫২ ,,	০.০৩
৬৫৯	৭১৫৩ ,,	০.০৩
১০৭৭	৭১৫৮ (আং)	০.০১
১৩৪৬	৭১৫৭ ,,	০.০১
৭০৫	৭১৭৮ ,,	০.০৪
৬৫৯	৭১৭৯ ,,	০.০২
৬৭৫	৭১৮০ ,,	০.০২
৬৪৫	৭১৮১ ,,	০.০২
১২৬৯	৭১৮৩ ,,	০.০২
১৩১৪	৭১৮৪ ,,	০.০৬
১১৬৩	৭১৮২ ,,	০.০২
৫৯০	৭১৮৫ ,,	০.০৫
১০২২	৭১৯৪ ,,	০.০৩
৮৯৯	৭১৯৫ ,,	০.০৩
১০২২	৭১৯৩ ,,	০.০৪
৮৯৯	৭২০০ ,,	০.০২
৮৯৯	৭১৯৬ ,,	০.০১
৮৯৯	৭১৯৭ ,,	০.০১
৮৯৯	৭১৯৮ ,,	০.০১
৮৯৯	৭১৯৯ ,,	০.০২

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ১.০৯ একর কম/বেশী মাত্র।

জমির নক্সা চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেটের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ১৮৬/৬৮-৬৯

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৭১.১৪-৩৬৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১০ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১-২-৭৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত

উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা ফরিদপুর, জে এল নং ৮০, উপজেলা আলমডাঙ্গা, জেলা চুয়াডাঙ্গা।

সিএস খং নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১	২	৩
১৩১০	৪২ আং	০.০১
১৩১২	৪৩ ,,	০.০৭
১৩১২/৩	৪৪ পূর্ণ	০.১৩
,,	৪৫ আং	০.০৫
১০১৬/৩	৪১ ,,	০.০১
৯০০ (নতুন), ৮৬০	৪৬ পূর্ণ	০.১৮
১৩২৮	৪৭ আং	০.০১
৫৬৫	২৩৭৩ ,,	০.০২
৬৪/১	২৩৬ ,,	০.০৯
৯১৫	২৩৭ ,,	০.০৩
,,	২৩৮ ,,	০.১০
৮৯৭	২৩৫ ,,	০.১১
১৩৯৪ (নতুন), ১২৭/১	৪৮ পূর্ণ	০.১০
৪৭৭	৪৯ আং	০.০৫
৩১৪	৫০ ,,	০.০১
৫৬০	২৩৩ ,,	০.০১
৯১৫	২৩৯ ,,	০.১২
১০২৮	২৪৪ ,,	০.১২
৫০২, ৫১১	২৪৫ ,,	০.০৬
১০২৮	২৪৬ ,,	০.০৬
৪০ নতুন ২৫	২৪৭ ,,	০.০৬
৭০৪/১	২৪৯ ,,	০.০৬
১০৯৮	২৪৩ ,,	০.০৫
১৯০	২৫১ ,,	০.০৪
৩৯৮	২৫২ ,,	০.২০
,,	২৫৩ ,,	০.২০
৪৮৭	৪৪৬ ,,	০.০৪
৩১১, ৪৭২	৪৩৮ ,,	০.১২
৪৯৫	৪৩৫ ,,	০.০১
৯৬ নতুন ৭৬	৪৩৭ ,,	০.১০
২৫৩	৪৩৬ আং	০.১০
১০২৮	৫০২ ,,	০.০৮
,,	৫০৩ ,,	০.০৭
৯৬ নতুন ৭৬	৫০৪ ,,	০.০২
৪৪২/৫	৫০৫ ,,	০.১৮
২০০	৫০৯ ,,	০.০২
৩৫৯	৫০৮ ,,	০.১২
১১৩৫	৫০৭ ,,	০.৩৩
১১২৩	৫৮৯ ,,	০.১২
৪৬৯	৫৮৮ ,,	০.৬০
৫৪১	২৩৪৩ ,,	০.০১
৪৬৯	৫৮৭ ,,	০.০২
৮৫২	৫৯৯ ,,	০.০৫
৮৩০	৬০০ ,,	০.০২
১৯২	৬০১ ,,	০.১৩
৯৮০	৬০২ ,,	০.১৪
১২২৮/৩	৬০৩ ,,	০.০৮
১৩, ১২৯, ৭৮০	৬১১ ,,	০.০৯
১২২২	৬১২ ,,	০.০১
৩১৩ নতুন ৩১১	৬০৬ ,,	০.০১
৪৭২	৬০৭ ,,	০.০৪
২৪৬	৬০৮ পূর্ণ	০.২০
৫৬০/৪	৬০৯ আং	০.০৩
৬৯৮ নতুন ৬৬৯	৭৬৪ ,,	০.০২
১০৭	৭৬৫ পূর্ণ	০.২৭
২৪৬	৭৭৫ আং	০.১২
২৩৮	৭৬৬ ,,	০.১৮
৫৫২	৭৬৭ ,,	০.১৮
১৮২	২৩২৭ ,,	০.০৩
২৪৩ নতুন ৬৫৬	৭৬৮ ,,	০.৩৪
১১৬২	৮১৮ ,,	০.২১
১১৫৮/৫	৮১৯ ,,	০.১৬
,,	৮২০ ,,	০.০৩
৫৪১	৮২১ ,,	০.২২
৫৭৯/৬	৯৮৫ ,,	০.১৯
৪৬৯	৯৮৪ ,,	০.১০
,,	৯৮৩ ,,	০.০৮
৫৪১	৯৮২ ,,	০.০৮

১	২	৩
২ নতুন	৭৫৩ আং	.০২
	৬.৯২ একর	
রোড	.০৪ ৬.৯৬	
খাস বাদ	.০৬ ৬.৯০	একর কম/বেশী মাত্র

জমির নক্সা চুয়াডাঙ্গা ভূমি হুকুম দখল অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ৩৭(W)/৭০-৭১

ফরম ঘ

ঘোষণাপত্র

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৬৩.১৪-৩৭১—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩-১১-১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানের যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা পূর্ব মহেশপুর, জে এল নং ১৬, উপজেলা বাকেরগঞ্জ, জেলা বরিশাল।

আর.এস দাগ নং ১৬৪২, ১৬৬৬ (পূর্ণ), ১৬৪১, ১৬৪৩, ১৬৪৬, ১৬৪৭, ১৬৪৮, ১৬৫২, ১৬৫৮, ১৬৫৯, ১৬৬০, ১৬৬১, ১৬৬২, ১৬৬৩, ১৬৬৪, ১৬৬৭, ১৬৬৮, ১৬৭৫, ১৮৭৮, ১৮৭৯, ১৮৮০, ১৮৮৩, ১৮৮৪, ১৮৮৫, ১৮৮৬, ১৮৯১, ১৯৪১, ১৯৪৩, ১৯৪৬, ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৮, ১৯৫৯ (আংশিক)।
মোট জমির পরিমাণ ঃ ২.৯৪ একর।

জমির নক্সা বরিশাল ভূমি হুকুম দখল অফিসে দেখা যাইতে পারে।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ নথি নং ৭০/৭৭-৭৮

ফরম ঘ

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৯.১৪-৩৭২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৮-১-১৯৭৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

মৌজা চর কাছিয়া, জে এল নং ২৭৭, উপজেলা রায়পুর, জেলা লক্ষ্মীপুর।

৪৫৫ নং খতিয়ানে ৩১৩৫ দাগে ০.১৬ একর, ৩১৩৬ দাগে ০.১৬ একর ৩১৩৮ দাগে ০.০৯ একর, ৩১৩৯ দাগে ০.০৭ একর, ৩১৪০ দাগে ০.০৭ একর, ৩১৪৮ দাগে ০.১৩ একর, ৩১৪৯ দাগে ০.১২ একর, ৩১৫২ দাগে ০.১৬ একর এবং ৫৩৮ খতিয়ানে ৩১৫৮ দাগে ০.১২ একর একুনে ১.০৮ একর (এক দশমিক শূন্য আট) একর কম/বেশী।

অধিগ্রহণকৃত ভূমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুরের হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

এল এ কেস নং ২১৬/(বি) ৭৭-৭৮

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-৩৭৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৮-৩-১৯৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

মৌজা কান্ডপাশা, জে এল নং ১২৫, উপজেলা নলছিটি, জেলা ঝালকাঠি।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
৩৪	৫২২	আংশিক	০	০.০৬
৩০১	৫২৩	,,	০	০.০৪
৩৭	৫২৪	,,	০	০.০৫
৪৫০, ৪৫১	৫২৫	,,	০	০.০৮
৪৪০	৫২৬	,,	০	০.০২

সর্বমোট জমির পরিমাণ ০.২৫ একর

জমির নক্সা (এল, এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ২৪ নভেম্বর ২০১৪

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০১.০৩৮.১২-৫৬২—বেগম জান্নাতুল ফারহানা ২৮তম বিসিএস পরীক্ষায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারে বিগত ০১-১২-২০১০ তারিখে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১২-৭-২০১১ তারিখে বিদেশে শিক্ষা লাভের জন্য অক্টোবর, ২০১১ হতে ৫(পাঁচ) বছরের জন্য শিক্ষা ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু বি,এস,আর পার্ট-১ এর বিধি ১৯৪ মোতাবেক চাকরির মেয়াদ ৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ না হওয়ায় শিক্ষা ছুটি মঞ্জুরের বিষয়টি বিবেচনা করা সম্ভব নয় বলে মৎস্য অধিদপ্তরের ১৮-৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ৬৭১ নম্বর স্মারকে জানিয়ে দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি বিগত ১৫-৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৫(পাঁচ) বছরের অসাধারণ ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন। সে প্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তরের বিগত ২৩-১০-২০১১ তারিখের ১১০৪ সংখ্যক পত্র মারফত ০৩ (তিন) মাসের অসাধারণ ছুটি নিতে আগ্রহী কিনা তা জানাতে পত্র দেয়া হয়। তিনি উক্ত স্মারকের জবাব না দিয়ে ৩-১০-২০১১ হতে ৭-১০-২০১১ তারিখ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগরত অবস্থায় ৬-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ০৩(তিন) মাসের চিকিৎসা ছুটির আবেদন করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অদ্যাবধি অনুপস্থিত রয়েছেন। তৎপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২০১৩ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা, তাও জানাতে বলা হয়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেননি এবং কোন ব্যক্তিগত শুনানীও প্রার্থনা করেননি। অতঃপর ১৫-৭-২০১৩ তারিখের স্মারক নং-মপ্রাম/ম-১/ব্যক্তিগত-৩৮/২০১২/২৯৫ মূলে জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-২ ও আইন শাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-কে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করে বিগত ২৯-৮-২০১৩ তারিখে তাঁর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর (বি) এবং (সি) অনুযায়ী অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তার উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন ও বিভাগীয় মামলায় সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম জান্নাতুল ফারহানা-কে অসদাচরণ ও ডিজারশনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(৬) বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। এ প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর (বি) এবং (সি) অনুযায়ী অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক গুরুদন্ড হিসেবে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন উক্ত বিভাগীয় মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও রেকর্ড পর্যালোচনা করে বেগম জান্নাতুল ফারহানা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) উপবিধি মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় চাকরি হতে বরখাস্তকরণের গুরুদন্ড প্রদানে এ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়;

সেহেতু, এক্ষণে বেগম জান্নাতুল ফারহানা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নিকলী, কিশোরগঞ্জ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর (বি) এবং (সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতঃ একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক তাঁকে কর্মস্থল ত্যাগের তারিখ হতে অর্থাৎ ৮-১০-২০১১ তারিখ হতে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি
সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-১ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২১/২৭ নভেম্বর ২০১৪

নং যুক্রীম/যুব-১/পি-৮/২০০৪-৫২৭—যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (সাময়িকভাবে বরখাস্ত) জনাব মোঃ জহুরুল আলম-এর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী কর্তৃক বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, বরিশালে দায়েরকৃত মোকদ্দমা ২৮৬/২০০৭ বিচারাধীন থাকায় তাকে বি,এস, আর পার্ট-১ রুল ৭৩ এর নোট-২ মোতাবেক গত ২৯-৫-২০০৮ তারিখের যুক্রীম/যুব-১/পি-৮/২০০৪-২২৬ নং স্মারকের আদেশবলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। বর্তমানে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং তিনি আদালত কর্তৃক মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন।

২। এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ জহুরুল আলম, সহকারী পরিচালক-এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি প্রত্যাহার করে চাকুরিতে পুনর্বহাল করা হলো।

৩। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো।

নূর মোহাম্মদ
সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৩ নভেম্বর ২০১৪/৯ অগ্রহায়ণ ১৪২১

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৬.১৪-১৯৫—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আবদুস সবুর (পরিচিতি নম্বর ০০৫০২৪), অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চঃদাঃ, সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী) ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ সড়কের (আর-১৪০) চেইনেজ ১২৬+৪৭৫ হতে ১৩৭+৬৯৫ পর্যন্ত মোট ১১.২০ কিলোমিটার অংশে Double Bituminous Surface Treatment (DBST) কাজ করার জন্য পিএমপি (সড়ক) এর কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত নোয়াখালী সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রস্তাবে সুপারিশ করেন। সড়কটি পিএমপি (সড়ক)-এর কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির পর প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৭-২-২০১৪ তারিখ ৯৭৯ সংখ্যক স্মারকে দরপত্র মূল্যায়ন প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে সড়কটির প্রাক্কলনের যথার্থতা যাচাই করার নিমিত্ত সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সড়ক বিভাগ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২৪-২-২০১৪ তারিখের ৮০ সংখ্যক অফিস আদেশের মাধ্যমে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক উক্ত সড়কে DBST কাজ করার আদৌ প্রয়োজন নেই মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে; এবং

যেহেতু, ২০১২ সালে প্রকাশিত HDM রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত সড়কের চেইনেজ ১২৬+৪৭৫ হতে ১৩১+২৭০ পর্যন্ত অংশে কোন কাজ করার সুপারিশ ছিল না বিধায় প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সড়কটিকে পিএমপি (সড়ক) এর কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবকালে HDM রিপোর্ট বিবেচনায় নেয়া হয়নি; এবং

যেহেতু, সার্বিকভাবে সড়কটির অবস্থা ভাল এবং সড়কটিতে DBST কাজ করার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পিএমপি (সড়ক) এর আওতায় কাজ করার নিমিত্ত অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে আপনি সরকারি ২,১৭,৪৬,৬৫৭.৯৯ (দুই কোটি সতের লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ছয়শত সাতান্ন টাকা নিরানব্বই পয়সা) টাকা অনৈতিকভাবে অপচয় ও আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ ও বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী দুর্নীতি পরায়ণতা হওয়ায় বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৮/২০১৪ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন আপনাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। আপনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা আপনার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ১০-৮-২০১৪ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ৯-১০-২০১৪ তারিখে আপনার শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, বিশেষ তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন, লিখিত জবাব ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত জবানবন্দী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, আপনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি; এবং

এক্ষণে, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ আবদুস সবুর (পরিচিতি নম্বর ০০৫০২৪), অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চঃদাঃ, সড়ক সার্কেল, নোয়াখালী)-কে বিভাগীয় মামলার নম্বর ০৮/২০১৪ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল। তবে আপনাকে আরো সতর্কতার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৭.১৪-১৯৬—যেহেতু, আপনি জনাব আবু হেনা মোহাম্মদ তারেক ইকবাল (পরিচিতি নম্বর ০০১৫০০), নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, নোয়াখালী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ সড়কের (আর-১৪০) চেইনেজ ১২৬+৪৭৫ হতে ১৩৭+৬৯৫ পর্যন্ত মোট ১১.২০ কিলোমিটার অংশে Double Bituminous Surface Treatment (DBST) কাজ করার জন্য পিএমপি (সড়ক) এর কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য নোয়াখালী সড়ক সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সুপারিশ করেন। সড়কটি পিএমপি (সড়ক)-এর কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির পর প্রধান

প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৭-২-২০১৪ তারিখ ৯৭৯ সংখ্যক স্মারকে দরপত্র মূল্যায়ন প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে সড়কটির প্রাক্কলনের যথার্থতা যাচাই করার নিমিত্ত সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সড়ক বিভাগ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২৪-২-২০১৪ তারিখের ৮০ সংখ্যক অফিস আদেশের মাধ্যমে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক উক্ত সড়কে DBST কাজ করার আদৌ প্রয়োজন নেই মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে; এবং

যেহেতু, ২০১২ সালে প্রকাশিত HDM রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত সড়কের চেইনেজ ১২৬+৪৭৫ হতে ১৩১+২৭০ পর্যন্ত অংশে কোন কাজ করার সুপারিশ ছিল না বিধায় প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সড়কটিকে পিএমপি (সড়ক) এর কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবকালে HDM রিপোর্ট বিবেচনায় নেয়া হয়নি; এবং

যেহেতু, সার্বিকভাবে সড়কটির অবস্থা ভাল এবং সড়কটিতে DBST কাজ করার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পিএমপি (সড়ক) এর আওতায় কাজ করার অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে আপনি সরকারি ২,১৭,৪৬,৬৫৭.৯৯ (দুই কোটি সতের লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ছয়শত সাতান্ন টাকা নিরানব্বই পয়সা) টাকা অনৈতিকভাবে অপচয় ও আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ ও বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী দুর্নীতিপরায়ণতা হওয়ায় বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৯/২০১৪ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন আপনাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। আপনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা আপনার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ৭-৮-২০১৪ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ৯-১০-২০১৪ তারিখে আপনার শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন (মনিটরিং টিমের), লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত জবানবন্দী ও আনুষঙ্গিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, আপনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি; এবং

এক্ষণে, সার্বিক বিবেচনায় জনাব আবু হেনা মোহাম্মদ তারেক ইকবাল (পরিচিতি নম্বর ০০১৫০০), নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, নোয়াখালী-কে বিভাগীয় মামলার নম্বর ০৯/২০১৪ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল। তবে আপনাকে আরো সতর্কতার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

ডিএফডিপি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৯.০৭.০০১.১২-৬০৭—Japan International Cooperation Agency (JICA) এর অর্থায়নে 'নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ এবং কুমিল্লা জেলায় কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্পে' সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে বিদ্যমান অবকাঠামো, গাছপালা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচলিত আইনের অধীনে এবং উন্নয়ন সহযোগী জাইকা এর সাথে সম্মত Revised Resettlement Action Plan (RRAP) বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রত্যাশী সংস্থা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুমোদিত RAP এর আলোকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে Grievance Redress Committee (GRC) গঠন করা হল ঃ

Grievance Redress Committee (GRC)

আহ্বায়ক

(ক) নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপক), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি।

সদস্য

(খ) পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ, ডিজাইন এবং কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট এর প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(গ) সওজ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানকারী পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সিসিডিবি) এর আঞ্চলিক-ব্যবস্থাপক/ফিল্ড কোর্ডিনেটর

সদস্যবৃন্দ

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অথবা ওয়ার্ড কাউন্সিলর

(ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি (ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পুরুষ হলে পুরুষ প্রতিনিধি/ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মহিলা হলে মহিলা প্রতিনিধি)

কার্যপরিধি ঃ

(ক) প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন সুবিধাদি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান বিষয়ে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তিদের নালিশ এবং শুনানী গ্রহণ;

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ যদি প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত কোন বিষয় সংক্রান্ত হয় তবে এ কমিটি উক্ত নালিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার পরামর্শ দেবে। নালিশ যদি প্রচলিত আইনের আওতা বহির্ভূত হয়, সে ক্ষেত্রে RRAP এর গৃহীত নীতিমালার আলোকে বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির ব্যাপারে কমিটি সুপারিশমালা তৈরি করবে;

(গ) ভূমিহীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের নালিশ কার্য এ কমিটি কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করে সুপারিশমালা তৈরি করবে;

(ঘ) কমিটির সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশ করবে; এবং

(ঙ) প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হলে সুপারিশকৃত বিষয় পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী সংস্থা চূড়ান্ত নিস্পত্তি করবে।

নালিশ গ্রহণ ও নিস্পত্তি করার পদ্ধতি ঃ

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিচয়পত্র প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে অথবা প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে তাকে অবহিত করার ১(এক) মাসের মধ্যে লিখিতভাবে আহ্বায়কের কার্যালয় আবেদন করতে পারবেন;

(খ) এ কমিটি নালিশ প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে বিষয়টি নিস্পত্তি করবে এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজের রেকর্ড ও সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবে;

(গ) আহ্বায়কের কার্যালয়ে এ কমিটির যাবতীয় কাজ অনুষ্ঠিত হবে;

(ঘ) কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি অবশ্যই উল্লেখ করবে; এবং

(ঙ) কমিটি নালিশ প্রতিকার সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী এবং এ সংক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার স্থায়ীভাবে ফোকাস গ্রুপ সভায় এবং ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিলির মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পরিতোষ হাজরা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ আশ্বিন ১৪২১/১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৪.১৪-২৬১—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তালেব, প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা), সরকারি জসমুদ্দিন কাজী আব্দুল গণি কলেজ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সালের ৯(১)/৩০ এর ধারায় হাতীবান্ধা থানায় মামলা নং-১৪ দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করে ৮-৮-২০১৪ তারিখ বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেছে মর্মে মহাপরিচালক, মাউশি জানিয়েছেন;

এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তালেবকে বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি ৭৩ এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মোমোরেন্ডাম নং-ED(Reg.VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা বিধিসম্মত ও জনস্বার্থে প্রয়োজন;

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তালেব-কে বিএসআর (পার্ট-১) এর ৭৩বিধি এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মোমোরেন্ডাম নং-ED(Reg.VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ মোতাবেক চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ সাদিক
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ কার্তিক ১৪২১/১৩ নভেম্বর ২০১৪

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৯/২০১৪/৫৭৭—যেহেতু, জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ তালুকদার, বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রংপুর বিভাগ, রংপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) উপবিধি মোতাবেক অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ তালুকদার, বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রংপুর বিভাগ, রংপুর-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক উক্ত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল। একইসাথে তাকে ভবিষ্যতে সরকারি দায়িত্ব পালনে অধিকতর যত্নবান হওয়ার জন্য 'সতর্ক' করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১০/২০১৪/৫৭৮—যেহেতু, জনাব গোলাম আসাদুজ্জামান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কাউনিয়া, রংপুর (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, রাজাপুর, কুড়িগ্রাম)-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) উপবিধি মোতাবেক অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু, জনাব গোলাম আসাদুজ্জামান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কাউনিয়া, রংপুর (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, রাজাপুর, কুড়িগ্রাম)-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক উক্ত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ কার্তিক ১৪২১/১১ নভেম্বর ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬০.১৩-৯২১—যেহেতু, জনাব সরকার মোঃ মাহাবুব হাসান, সহকারী পুলিশ সুপার (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সংযুক্ত) এর বিরুদ্ধে গত ৩১-৮-২০১৩ খ্রিঃ ১৬:০০ টায় কদমতলী থানাধীন শ্যামপুর বড়ইতলা ওয়াসা রোডে জনৈক মোঃ আলী হোসেন এর বাড়ীতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ডিভসাইন সম্বলিত ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায়ী সঙ্গীয় সাংবাদিক পরিচয়দানকারী জনৈক সাজেদুল ইসলাম সহ শ্যামপুর থানার এসআই মোঃ আমানুল্লা আল বারী, এএসআই/১৭৪৭৬ মোঃ মামুনুর রশিদ এবং কনস্টেবল/৩৩৩৯ মোঃ আবুল কালামগণকে নিয়ে নিখোঁজ জনৈক মোহাম্মদ হোসেনকে খোঁজ করার জন্য উক্ত ঠিকানায় প্রবেশ করেন এবং মোহাম্মদ হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী মোছাঃ সাহারা হোসেন পিংকীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এক পর্যায়ে তিনি এবং সাজেদুল ইসলাম সাহারা হোসেন পিংকীকে মারধর করেন। ঐ সময় সাহারা হোসেনকে রক্ষার জন্য তার ভগ্নিপতি জাকির হোসেন বাবুল ও অপর আত্মীয় কামরুজ্জামান লিটন এগিয়ে আসলে তারাও আঘাত প্রাপ্ত হন। তাদের চিৎকারে এলাকাবাসী এগিয়ে এসে তাকে ও তার সঙ্গীয় ফোর্সদের ভূয়া পুলিশ এবং সাজেদুল ইসলামকে ভূয়া সাংবাদিক ভেবে মারধর করেন। এতে তার কাঁধের র‌্যাংক ব্যাজ ছিড়ে যায়। খবর পেয়ে কদমতলী থানার অফিসার ইনচার্জ এর নেতৃত্বে পুলিশ টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে কদমতলী থানার জিডি নং-১৬০৪, তারিখ ৩১-৮-২০১৩ খ্রিঃ মূলে তার স্ত্রীর জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হয়। পুলিশ অধিদপ্তরের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারী করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির হন; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ লঘু প্রকৃতির বলে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। এখানে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয়নি। অভিযুক্ত কর্মকর্তা অকপটে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করেন এবং নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ্য নন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি লিখিত বক্তব্যে এবং জবানবন্দীতে আরও জানান যে, তার দুই বার স্টোক হয়েছে, পারিবারিক এবং বিবাহিত জীবনও তার সুখকর নয়। এমতাবস্থায়, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের গুরুত্ব, গভীরতা, ধরন, রকম ও সার্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও বিবেচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ লঘু প্রকৃতির বিবেচনায় এবং একজন নবীন কর্মকর্তা হিসেবে তাকে 'লঘুদণ্ড' প্রদান করা সমীচীন হবে বলে মনে হয়।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত জনাব সরকার মোঃ মাহাবুব হাসান, সহকারী পুলিশ সুপার (বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সংযুক্ত)-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধি অনুসারে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হ'ল এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৬-৯-২০১৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬০.১৩-৯০৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হ'ল। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

কারা-১ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২১/২০ নভেম্বর ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৩.০৩.০০২.২০১৪-৩৩৫—যেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম, কারা তত্ত্বাবধায়ক (চলতি দায়িত্ব), লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ২১-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ০৩.০০ ঘটিকায় বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, লক্ষ্মীপুর কর্তৃক লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার পরিদর্শনকালে কারা হাসপাতাল ও সেল তল্লাশি করে সচল মোবাইল ফোন, নগদ টাকা, নেশা জাতীয় দ্রব্য, পেন ড্রাইভ, লাইটার প্রভৃতির অবৈধ দ্রব্যাদি উদ্ধার করা হয় যা তার দায়িত্ব ও কর্তব্যে চরম অবহেলার শামিল এবং কারা বিধি ১ম খণ্ডের ৫০৪, ৬৬০ ও ৬৬১ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ২(এফ)(i) ও (ii) এর পরিপন্থী; এবং

যেহেতু, উপরিউক্ত অসদাচরণ ও অনিয়মের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) মোতাবেক তাকে সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম, কারা তত্ত্বাবধায়ক (চলতি দায়িত্ব), লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন। এই আদেশ কারা অধিদপ্তরের স্মারক সংখ্যা ৪৪.০৭.০০০০.০২২.০১.০০৩.২০১৪-৪৬৩ তারিখ ২১-১০-২০১৪ খ্রিঃ এর স্থলাভিষিক্ত হবে।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

কারা-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০১.১২-১৭৪—১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দিদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত ১৩ (তের) জন বন্দির আরোপিত দণ্ড মওকুফ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	কয়েদি নম্বর, নাম, পিতার নাম ও বয়স	কারাগারের নাম
(১)	কয়েদি নং ৬১৯৫/এ,দোলোয়ার হোসেন, পিতা মৃত আনিছুর রহমান, বয়স-১৮ বছর।	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার
(২)	কয়েদি নং ৬৫০৭/এ, হায়দার, পিতা নজীর শেখ মিস্ত্রী, বয়স-৪২ বছর।	
(৩)	কয়েদি নং ১৯২১/এ মোঃ শাহজামাল@ কালু, পিতা মোঃ ইদ্রিস আলী, বয়স-২৯ বছর।	
(৪)	কয়েদি নং ৯৫৮৬/এ, সরো হেমরম, পিতা মৃত মংলা হেমরম, বয়স-৩৭ বছর।	দিনাজপুর জেলা কারাগার
(৫)	কয়েদি নং ৯৭৯২/এ মোঃ মেহেরুল ইসলাম, পিতা মোঃ তোজাম্মেল হোসেন, বয়স-৬০ বছর।	
(৬)	কয়েদি নং ৪৮৬৫/এ, মিজানুর রহমান, পিতা আঃ জলিল মাঝি, বয়স-২৫ বছর।	মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগার
(৭)	কয়েদি নং ১২৯১/এ, মোঃ শফিকুল ইসলাম, পিতা মনির উদ্দিন, বয়স-৪২ বছর।	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার
(৮)	কয়েদি নং ৬০৯৪/এ, রাছুম, পিতা মৃত গুটাই মিয়া, বয়স ১৬ বছর	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার
(৯)	কয়েদি নং ১৬৪/এ, নুরুল ইসলাম, পিতা সিদ্দিক আহমদ, বয়স ২২ বছর	কক্সবাজার জেলা কারাগার
(১০)	কয়েদি নং ৩৭৩/এ, আলমগীর হোসেন শিপন, পিতা আঃ রহিম, বয়স-৩০ বছর।	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
(১১)	কয়েদি নং ৫৭৪৯/এ, আনোয়ার হোসেন, পিতা আঃ করিম, বয়স-৪৬ বছর।	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার
(১২)	কয়েদি নং ৩৬৭৮/এ, আনোয়ার হোসেন, পিতা মৃত আবুল খায়ের, বয়স-৩৫ বছর।	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার
অচল, অক্ষম, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট এবং দুরারোগ্য মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত।		
(১৩)	কয়েদি নং ৪৭১৫/এ, মোঃ সুরুজ আলী, পিতা ইদ্রিছ আলী, বয়স-৭০ বছর।	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার

২। এ আদেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন রয়েছে।

৩। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনোয়ারা ইশরাত
উপসচিব।

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৫ নভেম্বর ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-৪৫৫—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নম্বর ২৪, তারিখ ২৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) ও (সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৬(২)(অ)(ই)/১০/১১/১২ মামলাটিতে গত ২৪-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ রাত অনুমান ১০.০০ ঘটিকার সময় আসামী মোঃ আব্দুর নুর, পিতা কেরামত আলী, সাং বরনীখন্ড, পোস্ট কাশিমপুর মাদ্রাসা (খিলা), থানা মনোহরগঞ্জ, বর্তমান ঠিকানা হান্ডা জামে মসজিদ, থানা চৌদ্দগ্রাম, জেলা কুমিল্লা গং ঘোষতল সাকিনে ভিটা ওয়ার্ল্ড হোটেলের সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর চলাচলরত যানবাহন ভাংচুর ও গাড়ীতে আগুন দিয়ে জননিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে হত্যার চেষ্টাসহ গুরুতর আঘাত ও প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি ক্ষতির মাধ্যমে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) ও (সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৬(২)(অ)(ই)/১২ এর অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-৪৫৬—কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার মামলা নং-০৬, তারিখঃ ১৫-১২-২০১৩ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৬(১)(ক)(অ)/১২ এর মামলাটিতে আসামি মোঃ আনোয়ার হোসেন (৩০), পিতা মৃতঃ আব্দুর রাজ্জাক, সাং পশ্চিমগাঁও সাহা পাড়া, থানা লাকসাম, জেলা কুমিল্লা গংসহ অজ্ঞাতনামা ২০/৩০ জন হরতাল সমর্থনকারী গত ১৫-১২-২০১৩ তারিখ অনুমান সকাল ৫.১৫ ঘটিকায় লাকসাম-নোয়াখালী পাকা সড়কে মিশ্রী গ্রামস্থ ফাহিম এন্ড সোমাইয়া স মিলের সামনে পাকা রাস্তার উপর বাদীর গাড়িকে লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে গাড়ি চলাচল বন্ধসহ জননিরাপত্তা বিঘ্নিত ও মানুষের মনে আতংকের সৃষ্টি হয়। টহলরত পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আসামিগণ উক্ত কর্মকাণ্ড দ্বারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৬(২)(ক)(খ)/১২ এর অপরাধ সংঘটন করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-৪৫৭—কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার মামলা নং-১৪, তারিখঃ ২৬-১২-২০১৩ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৬(১)(ক)(অ)/১২ এর মামলাটিতে গত ২৬-১২-২০১৩ তারিখ মধ্যরাত অনুমান ৩.০০ ঘটিকার সময়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, লাকসাম এর অফিস কক্ষে আসামিরা

আগুন ধরিয়ে দেয়। সকাল ৭.০০ ঘটিকার সময় দরজা খুলে আগুন দেখতে পেয়ে অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্যান্য লোকেরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডে অফিস কক্ষ ও কক্ষের আসবাবপত্রসহ আনুমানিক ২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ক্ষতি সাধিত হয়। ঘটনার সহিত জড়িত আসামিগণ ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করার উদ্দেশ্যে নির্বাচনসামগ্রী দাহ্য পদার্থ দ্বারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা, জন নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা এবং জনসাধারণের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী. ২০১৩) এর ধারা ৬(১)(ক)(অ)(২)/১২ এর অপরাধ সংঘটন করেছে। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামি ডাঃ কবির (৩৩), পিতা যৌবন আলী, সাং ইরুয়াইব টংগীর পাড়, থানা লাকসাম, জেলা কুমিল্লা গংদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-৪৫৮—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নং-১২, তারিখঃ ১০-১১-২০১৩ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৬(২)(অ)(ই)/১০/১১/১২ মামলাটিতে আসামি সুরুজ্জামান (৪৫), পিতা মৃত: আঃ আজিজ, সাং চান্দিশকরা, থানা চৌদ্দগ্রাম, জেলা কুমিল্লা গং গত ১০-১১-২০১৩ তারিখ বেলা অনুমান ১২.৩০ ঘটিকার সময় চৌদ্দগ্রাম পৌরসভাধীন প্রাইম ব্যাংক গলিস্থ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে ইট পাটকেল ও গুলি বর্ষণ করে হত্যার চেষ্টাসহ চলাচলরত যানবাহনের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৬(২)(অ)(ই)/১০/১১/১২ এর অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-৪৫৯—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নং-১৭, তারিখঃ ১৫-০৩-২০১৪ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৬(২)(ই)/১২ এর মামলাটিতে ১৫-০৩-২০১৪ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আসামি আবু বকর ছিদ্দিক (৫০), পিতা মৃত: ফতেহ আলী, সাং নানকরা, থানা চৌদ্দগ্রাম, জেলা কুমিল্লা গংসহ অজ্ঞাতনামা আসামিগণ তাদের হাতে থাকা পিস্তল, দা, কিরিজ, হকিস্টিক, লোহার রড ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা নানকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রের দরজা, জানালা, চেয়ার ও টেবিল কোপাইয়া ভোট কেন্দ্রের ক্ষতি সাধন করে। আসামিগণ উক্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দ্বারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৬(২)(ই)/১২ এর অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় উহা বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-৪৬০—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নং-১০, তারিখঃ ১০-০৩-২০১৪ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৬(২)(ই)(ঈ)/১২ ধারার মামলাটিতে ৯-৩-২০১৪ তারিখ অনুমান সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকার সময় আসামি তোফায়েল হোসেন জুয়েল (৩০), পিতা মৃতঃ আঃ খালেক, সাং জগমোহনপুর, থানা চৌদ্দগ্রাম, জেলা কুমিল্লা গংসহ অজ্ঞাতনামা ২৫/৩০ জন চিহ্নিত সন্ত্রাসী পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাদের হাতে থাকা পিস্তল, দা, কিরিজ, হকিস্টিক, লোহার রড ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ মিয়ার বাজারস্থ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জনাব আঃ সোবহান ভূঁইয়া এর নির্বাচনী প্রচার কার্যালয়ে অতর্কিত হামলা করে ভাংচুর ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দ্বারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৬(২)(ই)(ঈ)/১২ এর অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৩-৪৬১—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মামলা নং-১২, তারিখঃ ১১-১২-২০১৩ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২)(অ)(ই)/১২ ধারার মামলাটিতে ১১-১২-২০১৩ তারিখ সকাল অনুমান ১০.১৫ ঘটিকার সময় আসামি শাহাব উদ্দিন, পিতা মৃতঃ ছিদ্দিকুর রহমান, সাং চান্দিশকরা, থানা চৌদ্দগ্রাম, জেলা কুমিল্লা গং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ চাটিতলা রাস্তার মাঝে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে উঠে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে একটি নম্বর বিহীন সিএনজি চালিত টেক্সি ভাংচুর করে ও পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও ককটেল ফাটিয়ে হত্যার চেষ্টাসহ গুরুতর আঘাত ও যানবাহনের ক্ষতির মাধ্যমে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৬(২)(অ)(ই)/১২ এর অপরাধ করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীকার্য সংঘটনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১১ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৭৪.২০১৩-৪০৬—যেহেতু, ডাঃ রিজওয়ানা আনোয়ার শৈলী (১২১৬১০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চিতলমারী, কুড়িগ্রাম) ০৪-০৭-২০১০ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩ (বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি, সেহেতু তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে ডাঃ রিজওয়ানা আনোয়ার শৈলী (১২১৬১০) গত ০১-০৭-২০১০ তারিখে সহকারী সার্জন (নন-ক্যাডার) পদে এডহক নিয়োগপ্রাপ্ত, কমিশন কর্তৃক তাঁর চাকুরি নিয়মিত হয়নি, কাজেই সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৫(৩) বিধি অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাঁকে শাস্তি আরোপ করতে পারে মর্মে কমিশন কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৫(৩) ধারা মোতাবেক ডাঃ রিজওয়ানা আনোয়ার শৈলী (১২১৬১০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চিতলমারী, কুড়িগ্রাম)-কে সরকারী চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৪-০৭-২০১০ থেকে কার্যকর হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২১/০৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৫.২০১৩-৯৫০—যেহেতু, ডাঃ মাফরুহা আফরিন (১২৬৫০৩), মেডিকেল অফিসার, মঙ্গলপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিরল, দিনাজপুর গত ০৫-০৭-২০১২ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এর দায়ে ২৫-০৪-২০১৩ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৫.২০১৩-৪৫৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকতা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকতা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শনো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শনো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মাফরুহা আফরিন (১২৬৫০৩), মেডিকেল অফিসার, মঙ্গলপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিরল, দিনাজপুরকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৫-০৭-২০১২ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮০.২০১২-৯৫১—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আবু নোমান (১১৪৩৭১), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মীরেরশ্বরাই, চট্টগ্রাম গত ০৮-০৪-২০১২ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এর দায়ে ০৩-০৩-২০১৩ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮০.২০১২-২৪৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকতা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকতা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শনো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শনো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ আবু নোমান (১১৪৩৭১), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মীরেরশ্বরাই, চট্টগ্রামকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৮-০৪-২০১২ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০৪.২০১৪-৯৬৫—যেহেতু, ডাঃ নাদিয়া ফাতেমা (১২৭০৬৭), মেডিকেল অফিসার, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা (প্রাক্তন সহকারী সার্জন, নিজামপুর ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কন্দ্রে, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ২৭-০৩-২০১৩ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৩-০১-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০৪.২০১৩-৫০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ০৯-১২-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানির সময় তিনি জানান যে, গত ২৫-০৩-২০১৩ তারিখ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জে নাইট ডিউটির সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় ইমার্জেন্সীতে রোগী দেখতে যাওয়ার সময় সিড়ি দিয়ে পড়ে গিয়ে বাম পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তার আঘাতপ্রাপ্ত পায়ে প্লাস্টার করা হয়। পরবর্তীতে কর্মস্থলে যোগদান করেন এবং ক্র্যাচ ব্যবহার করে তিনি সরকারি দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকায় কর্মরত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালন করছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ নাদিয়া ফাতেমা (১২৭০৬৭), মেডিকেল অফিসার, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' করে বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশ

তারিখ, ১৮ নভেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০১৭.২০১৪-৩৬৩—যেহেতু, ডাঃ মাফরোজা পারভীন, মেডিকেল অফিসার (গাইনী), মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), আজিমপুর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মাফরোজা পারভীন, মেডিকেল অফিসার (গাইনী), মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), আজিমপুর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৪১.০১৬.০০.০০.০০৫.২০১৪(অংশ-১)-১৬০—সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আইন প্রণয়ন কার্যক্রম সুপরিকল্পিত, সুসমন্বিত ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সংবলিত লেজিসলেটিভ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণের বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারি এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতসহ সার্বিকভাবে মন্ত্রণালয়ের আইন প্রণয়ন কার্যক্রম মনিটরের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হল ঃ

কমিটি গঠন

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) অতিরিক্ত সচিব (চিশিজ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৩) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৪) অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৫) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, (যোগ্য প্রতিনিধি)

(৬) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, (যোগ্য প্রতিনিধি)

(৭) মহাপরিচালক, নিপোর্ট (যোগ্য প্রতিনিধি)

(৮) মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, (যোগ্য প্রতিনিধি)

(৯) যুগ্ম সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১০) যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১১) মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট।

(১২) যুগ্ম সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১৩) যুগ্ম সচিব (আইন), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১৪) যুগ্ম সচিব (নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১৫) উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-৩/প্রকল্প বাস্তবায়ন-৩), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১৬) সিনিয়র সহকারী সচিব (চিশিজ-২/হাসপাতাল-২/৩), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য-সচিব

(১৭) উপসচিব, প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২। **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

২.১: কমিটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আইনসমূহ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে আলোচনাপূর্বক একটি লেজিসলেটিভ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করবে।

২.২: এই কমিটি দুই মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি লেজিসলেটিভ ক্যালেন্ডার সচিব বরাবর দাখিল করবে।

২.৩: এই কমিটি সার্বিকভাবে মন্ত্রণালয়ের আইন প্রণয়ন কার্যক্রম মনিটর করবে এবং ত্বরান্বিতকরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪। জনস্বার্থে এই কমিটি গঠন করা হল এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফাতেমা রহিম ভীনা
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ নভেম্বর ২০১৪

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০৬০.২০১৪-৮৭৪—জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, রামপাল, বাগেরহাটকে গত ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ তাঁর অফিস কক্ষ হতে ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা ঘুষসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি বর্তমানে জেল হাজতে অবস্থান করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ১১ (১) এর বিধানানুসারে তাঁকে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ হতে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর হোসেন
সিনিয়র সচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১৮ নভেম্বর ২০১৪

নং ৪৬.০৬৩.০৩২.০১.০০.০০২.২০১১-১৪৯৬—পাবনা জেলাধীন ঈশ্বরদী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আব্দুল খালেক রবি গত ২৩-০৮-২০১৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১)(চ) মতে সরকার উল্লিখিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের পদটি শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খলিলুর রহমান
উপ-সচিব।